1 77-A

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... [illegible] ... ১ ...

চার বোর্ডের ফল প্রকাশ

এইচএসসি পরীক্ষায় গড় পাস ৫১·৪১%

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের ৪টি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় পাশের গড় হার ৫১ দশমিক ৪১।

এবার ৪টি বোর্ড থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার ২শ ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ করেছে ৯২ হাজার ৬শ ৭০ জন। ৮৭ হাজার ৫শ ৫৭ জন ছাত্র ছাত্রী এ বছর পাশ করতে পারেনি।

ঢাকা বোর্ডে পাশের হার ৪৮ দশমিক ২৩, কুমিল্লা বোর্ডে ৫৯ দশমিক ৪৮, রাজশাহী বোর্ডে ৫২ দশমিক ১৯ ও যশোর বোর্ডে ৪৭ দশমিক ১৪। যশোর বোর্ডে পাসের হার সর্বনিম্ন ও কুমিল্লা বোর্ডে পাশের হার সর্বোচ্চ।

৪টি বোর্ডে উত্তীর্ণ ৯২ হাজার ৬শ ৭০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৯ হাজার ২শ ৩৭ জন প্রথম বিভাগে, ৪৯ হাজার ৩শ ২৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৩৪ হাজার ১শ ৮ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। এই চারটি বোর্ডে প্রথম বিভাগে পাস করা ছাত্রছাত্রীর হার মাত্র ৯ দশমিক ৯৬ ভাগ।

এইচএসসি পরীক্ষার আংশিক ফল ৬, ৭, ৮ ও ৯-এর পৃষ্ঠায়

ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষা দিয়েছিল ৫৪ হাজার ৬শ ৭৫ জন, পাস করেছে ২৬ হাজার ৩শ ৬৯ জন এর মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৪ হাজার ৫শ ৭৪ জন। মোট পাসের তুলনায় এই বোর্ডে প্রথম বিভাগে পাসের হার ১৭ দশমিক ৩৪। চারটি বোর্ডের মধ্যে এই হার সর্বোচ্চ।

কুমিল্লা বোর্ডে ৪১ হাজার ৯শ ১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২৪ হাজার ৯শ ৩৩ জন। প্রথম বিভাগ পেয়েছে মাত্র ১ হাজার ৮শ ৫৩ জন। এই

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

77B

তারিখ 26.OCT 1985
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

চার বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

চার বোর্ডের সম্মিলিত মেধা-তালিকা নীচে দেয়া হলঃ

১ম—খোন্দকার রিফাত হোসেন রোল ঢাকা নং ৮২ (৪টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ২য়—এ কে এম রশিদুল হাসান, রোল ঢাকা নং ২৬৬ (৩টি লেটার), ঢাকা কলেজ; ৩য়—মোস্তফা আগা সাদেক, রোল ঢাকা নং ৭ (৪টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ৪র্থ—রেজাউল হক, রোল ঢাকা নং ৩ (৪টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ৫ম—নাভীদ মহবুব, রোল ঢাকা নং ৫ (৪টি লেটার) ঢাকা কলেজ, ৬ষ্ঠ—সাবিনা আখতার ইসলাম, রোল ঢাকা নং ম-৪৬৮৯ (৪টি লেটার) হলিক্রস কলেজ; ৭ম—লতিফা কামাল সিদ্দিকা, রোল ঢাকা নং ম-৪৬৯০ (৪টি লেটার), হলিক্রস কলেজ, ৮ম—মোঃ মাহবুবুর রহমান, রোল ঢাকা নং ১৫৪ (৪টি লেটার), ঢাকা কলেজ ও আরিফুর রহমান, রোল ঢাকা নং ৩১২ (৩টি লেটার), ঢাকা কলেজ ৯ম—আবুল হাসনাত, রোল ঢাকা নং ৩৫ (৪টি লেটার), ঢাকা কলেজ ও তামজিদা বেগম রোল ঢাকা নং ম-৭৬৫৩ (৪টি লেটার)

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ

খন্দকার রিফাত হোসেন

রিফাতের কোন গৃহ শিক্ষক ছিল না

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম নাম—খোন্দকার রিফাত হোসেনের বিজ্ঞানের ছাত্র রিফাত কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়। পেশা হিসাবে তার পছন্দ প্রোগ্রামার ইঞ্জিনিয়ার।

গতকাল তাদের আজিমপুরের বাসায় গেলে রিফাত আমাদের জানায় সে সকালে বোর্ড অফিসে গিয়ে তার রেজাল্ট জেনে এসেছে।

রেজাল্ট খুব ভাল হবে এ ব্যাপার রিফাত ছিল আত্মবিশ্বাসী। এসএসসিতে স সম্মিলিত মেধা-

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ

ফেরদৌস আরফিনা ওসমান।

ফেরদৌস আরফিনা নিজেই নোট তৈরী করতো

(স্টাফ রিপোর্টার)

ফেরদৌস আরফিনা ওসমান মনে করে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করলেই পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা সম্ভব।

ফেরদৌস আরফিনা (ডাকনাম

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ

সাবিনা আখতার ইসলাম।

বাবার মত সাবিনা ডাক্তার হতে চায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত ও বিজ্ঞান শাখায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছে সাবিনা আখতার ইসলাম। গতকাল দুপুরে এক বান্ধবী টেলিফোন করে ওকে রেজাল্ট জানায়।

সাবিনা নিয়মিত ৭/৮ ঘন্টা লেখাপড়া করলেও টেস্ট পরীক্ষার পর রোজ ৮/১০ ঘন্টা পড়েছে।

বাবার মত সাবিনাও ডাক্তার হতে চায়। ওর বাবা জনাব মইনুল ইসলাম পেশায় ডাক্তার, মা মিসেস মেহেরুন্নেসা ইসলাম একজন গৃহিনী। রেজাল্টে সাবিনা খুশী হলেও কিছুটা বিষন্ন। কারণ ভাল রেজাল্টের জন্যে সবচেয়ে বড় উৎসাহদাতা ওর নানা গত ৯ই অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।

অবসরে সাবিনার সময় কাটে

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ

কল্যাণী রমানাথ

শিক্ষকতা ও গবেষণাই কল্যাণীর লক্ষ্য

।।স্টাফ রিপোর্টার।।

রাজশাহী বোর্ডের সম্মিলিত মেধাতালিকায় পঞ্চম এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে কল্যাণী রমানাথ। সে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নিতে আগ্রহী।

রাজশাহী কলেজের ছাত্রী রমা চারটি লেটারসহ মোট ৯০১ নম্বর পেয়েছে। কর্মজীবনে সে শিক্ষকতা ও গবেষণা করতে ইচ্ছুক। তার বাবা-মা দুজনেই শিক্ষক। স্বর্গত ডক্টর ক্ষিতীশ চন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা মিসেস ঝর্না নাথ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান।

কল্যাণী রমানাথ এসএসসিতেও

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

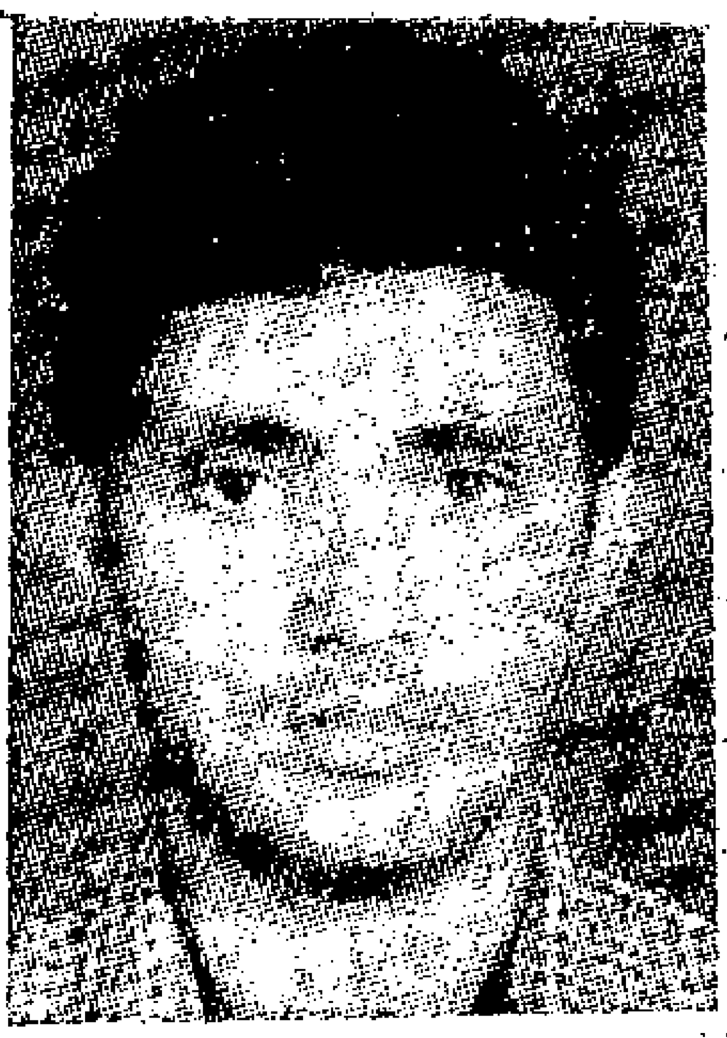

এ কে এম রাশিদুল হাসান।

রশিদুল হাসান রোজ ১০ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মুন্সীগঞ্জ, ২৫শে অক্টোবর।—ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হবার গৌরব অর্জন করেছে ঢাকা কলেজের ছাত্র এ কে এম রাশিদুল হাসান (রাশু)। রাশু ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়।

এসএসসি পরীক্ষায় তার স্থান ছিল ৬ষ্ঠ, বরাবরই মেধাবী ছাত্র

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক ১৪ ঘন্টা পড়েছি : রেজা

।। নিজস্ব সংবাদদাতা ।।

যশোর, ২৫শে অক্টোবর।—এইচএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম এ এইচ এম সুলতানুল রেজা মনে করেন, দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু ডিগ্রী দেয়। কর্ম-সংস্থান করে না। তবুও তিনি একজন তড়িৎ-প্রকৌশলী হতে চান।

সুলতানুর রেজা ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ

পরীক্ষায় ফেল করে আত্মহত্যা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

যশোর ২৫শে অক্টোবর।—এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বিজয় কুমার দাস আজ সন্ধ্যায় ট্রেনের নীচে আত্মহত্যা করেছেন।

যশোর সিটি কলেজের বিজ্ঞানের ছাত্র বিজয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শহরের উপকন্ঠে খড়কি গ্রামে

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

77 C

দৈনিক বাংলা

তাং 26 OCT 1985
পৃ. 1

অনুপ চৌধুরী

শিরীন শারমিন চৌধুরী

রিফাত আরা খান

অনুপ চার্টার্ড একাউনট্যান্ট হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে শীর্ষস্থান অধিকারী অনুপ চৌধুরী বেনু চার্টার্ড একাউনট্যান্ট হতে চায়।

ভাল রেজাল্ট সম্পর্কে বেনু আত্মবিশ্বাসী ছিল। সে এসএসসিতে বাণিজ্য শাখায় ৫ম স্থান পেয়েছিল। ভালো ফল করার জন্যে সে কলেজের বাইরে নিয়মিত ৬/৭ ঘন্টা পড়ালেখা করেছে।

তার বাবা শ্রী খগেন্দ্র নাথ চৌধুরী বাংলাদেশ অবজারভারের একজন কর্মী। বেনু হুমায়ুন আহমেদ ও সত্যজিৎ রায়ের বই পড়তে ভালবাসে। নির্মলেন্দু গুনের কবিতা তার ভাল লাগে। সে আদর্শ ইউনিয়নের ভক্ত।

রিফাত

(১-এর পৃঃ পর)

তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছিল। কলেজের পড়াশোনার বাইরে রিফাত দৈনিক ৫/৬ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। তার কোন গৃহ শিক্ষক ছিল না। তবে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে সে ব্যাচ করে প্রাইভেট পড়েছে। তার অনুপ্রেরণা বাবা মা ও শিক্ষক মন্ডলী।

রিফাতের বাবা জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব।

রিফাত জানিয়েছে সরকারী বৃত্তি পেলে সে বিদেশেই তার পছন্দনীয় বিষয় কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশোনা করবে। সে সুযোগ না পেলে দেশে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে।

রিফাত মা বাবার বড় ছেলে। তার ছোট ভাইও কৃতী ছাত্র। তার কোন বোন নেই।

শিরীন রেজাল্টে খুশী নয়

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের কলা শাখায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শিরীন শারমিন চৌধুরী আইনজীবী হতে চায়।

শিরীন নিজের রেজাল্টের জন্যে এবার খুশী নয়। কারণ হিসেবে বললো, এসএসসিতে ওর প্রথম স্থান ছিল। এবারও তেমনটি আশা করেছিল। ওর ধারণা, কোন বিষয়ের খাতা হয়তো আন্ডার মার্কিং হয়ে থাকবে।

শিরীনের ইচ্ছা সুযোগ পেলে আইন পড়ার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়া। দেশে পড়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিদেশ যাবার আগ্রহ সম্পর্কে শিরীন জানায়, দেশে শিক্ষাবর্ষ নিয়মিত নয় চার বছরের কোর্স শেষ করতে সাত বছরও লেগে যায়।

শিরীন কোন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী না হলেও দেশের ভবিষ্যত নেতৃত্বের জন্যে সুষ্ঠু ছাত্র-রাজনীতির পক্ষে। শিরীন রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার পাশাপাশি অবসরে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও গজল শোনে। দেবব্রত বিশ্বাস ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের ভক্ত শিরীন। তার প্রিয় লেখক রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল।

শিরীনের বাবা জনাব রফিকউল্লাহ চৌধুরী সাবেক সিএসপি অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা। তিনিও একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ইন্টারমিডিয়েটে মেধা তালিকায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে তার নাম ছিল। মা অধ্যাপক নাজমুন্নাহার সুলতানা ইডেন কলেজের উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান।

ফল প্রকাশ

(১ম পৃঃ পর)

বিভাগে পাসের হার মোট পাসের তুলনায় ৭ দশমিক ৪৩ ভাগ।

রাজশাহী বোর্ডে মোট পাসের তুলনায় প্রথম বিভাগে পাসের

১০-এর পৃঃ দ্রঃ

পুষ্টিবিজ্ঞানী হতে চাই: রিফাত আরা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় প্রথম রিফাত আরা খান এসএসসি পরীক্ষাতেও প্রথম স্থানে ছিল।

রিফাত প্রতিদিন ৫/৬ ঘন্টা করে লেখাপড়া করতো। গার্হস্থ্য অর্থনীতি পড়ার কারণ জানতে চাইলে রিফাত পাল্টা প্রশ্ন করে, আপনি সাংবাদিকতা করছেন কেন? খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে রিফাত পুষ্টিবিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। শুধু লেখাপড়া নয়, রিফাত গার্হস্থ্যকর্মে মাকে নিয়মিত সহযোগিতা করে। রান্না নিয়ে মায়ের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে প্রতিযোগিতা হলেও নিজের নয়, মায়ের হাতের রান্নাই রিফাতের পছন্দ।

রিফাতের বাবা ডক্টর এ এস এম এ বাসেত খান প্রবাসে আছেন। ওরা দুই ভাই, তিন বোন।

ফেরদৌস আরফিনা

(১-এর পৃঃ পর)

মিরু) তিনটি লেটারসহ মোট ৮৫৩ নম্বর পেয়ে এবার ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় কলা শাখায় প্রথম হয়েছে। এসএসসিতে ছিল তৃতীয় স্থান। রেজাল্ট এবারও ভাল হবে অর্থাৎ মেধাতালিকায় স্থান থাকবে বলে ওর আশা ছিল।

মিরু জানায়, স্কুল-কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় সে ভাল করেছে। প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি পেয়েছিল। পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে ও জানাল, প্রতিটি বিষয়ে নিজেই নোট তৈরি করে প্রতিদিন গড়ে ৮/১০ ঘন্টা করে লেখাপড়া ছাড়াও টেস্ট পরীক্ষার পর সে দুটি বিষয়ে প্রাইভেট টিউটরের সহযোগিতা নিয়েছে।

ফেরদৌস আরফিনার ভবিষ্যৎ ইচ্ছা, ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে
...স

লেখাপড়া শেষে সিভিল সার্ভি
অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায়
যোগদান। লেখাপড়ার বাইরে ওর
পছন্দঃ রবীন্দ্রনাথ ও মিল্টনের
কবিতা, শরৎচন্দ্র ও শহীদুল্লাহ
কায়সারের উপন্যাস, রবীন্দ্র
সঙ্গীত ও ভূপেন হাজারিকার
গান।

ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে মিনুর
মন্তব্য, ছাত্র জীবনে শিক্ষাকেই
প্রাধান্য দেয়া উচিত। অবশ্য ওর
বাবা জনাব এনামুল গনি ছাত্র
রাজনীতির পক্ষে। জনাব গনি
সেন্টার ফর রিচার্স এন্ড ডেভলপ
মেন্ট-এর নির্বাহী পরিচালক ও
বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির
সেক্রেটারী জেনারেল।

77D

দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 OCT 1985
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

মেধা তালিকা

(১ম পৃঃ পর)

বেগম বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজ, ১০ম—মোঃ এরশাদ আলী, রোল ঢাকা নং ৭৬ (৪টি লেটার), ঢাকা কলেজ, নায়লা রকিব, রোল ঢাকা নং ম-৪৬৯১ (৩টি লেটার), হলিক্রস কলেজ ও রবার্ট পি রোজারিও রোল ঢাকা নং ৪৯৩৪, (৪টি লেটার), নটরডেম কলেজ, ১১শ—মাহবুব রেজাউর রহমান, রোল ঢাকা নং ১১ (৩টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ১২শ—হুমায়ুন কামাল ইসলাম, রোল ঢাকা নং ২৪০, (৪টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ১৩শ—শাহরিয়ার বিন ফারাহ, রোল ঢাকা নং ৯৮ (৪টি লেটার), ঢাকা কলেজ ও রুবাইয়াত-ই-জেসমিন, রোল ঢাকা নং ম-৭৬৪৯ বেগম বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজ, ১৪শ—তৌহিদুল হক, রোল মীর্জা নং ২০৪১৬ (৩টি লেটার) মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, ১৫শ—হিমাংশু শেখর দাস, রোল ঢাকা নং ৩৮৪ (৪টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ১৬শ—মুঃ মফিজুর রহমান, রোল ঢাকা নং ১৪ (৩টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ১৭শ—জুবাইদা খান, রোল ঢাকা নং ম-৪৭২১ (৩টি লেটার), হলিক্রস কলেজ, ১৮শ—মোঃ আলী নূর, রোল ঢাকা নং ৬৩ (৩টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ১৯শ—সেলিম-উজ্জামান, রোল ঢাকা নং ২৮৬ (৩টি লেটার), ঢাকা কলেজ ও আল আমিন, রোল মির্জা নং ২০৪১৩ (৩টি লেটার), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ও ২০শ—মাহবুব-ই-ফরিদ, রোল ঢাকা নং ২৫৫ (৩টি লেটার), ঢাকা কলেজ।

কলা শাখা (পুরুষ ও মহিলা)

১ম—ফেরদৌস আরাফিনা ওসমান রোল ঢাকা নং ম-৪৭৯৮২ (৩টি লেটার), হলিক্রস কলেজ, ২য়—শিরীন শারমিন চৌধুরী, রোল ঢাকা নং ম-৪৮০০৮, (৩টি লেটার), হলিক্রস কলেজ, ৩য়—সুরাইয়া জাবীন মাহতাব, রোল ঢাকা নং ম-৪৭৯৩০, (২টি লেটার), হলিক্রস কলেজ, ৪র্থ-নাহিদ ফারহানা রহমান, রোল ঢাকা নং ম-৪৭৯৯৪ (৩টি লেটার হলিক্রস কলেজ, ৫ম—নাসিমা তানভীর চৌধুরী, রোল ঢাকা নং ম-৪৭৯৬৯ (৩টি লেটার), হলিক্রস কলেজ, ৬ষ্ঠ—ফারাহ নাজিয়া, রোল ঢাকা নং ম-৪৮০৬১, হলিক্রস কলেজ, ৭ম—মোঃ লিয়াকত আলী, রোল ঢাকা নং ৪৫৬৭৮ (১টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ৮ম—সালেকা বাহার সামসী, রোল ময়মন নং ম-৩১৬৫৪ (১টি লেটার), ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ, ৯ম—সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, রোল ঢাকা নং ম-৪৭৯৯৬ (১টি লেটার) হলিক্রস কলেজ ও ১০ম—ফারহা জাবীন মাহমুদ, রোল ঢাকা নং ম-৫০২০৩ (২টি লেটার), বেগম বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজ।

বাণিজ্য শাখা

১ম—অনুপ চৌধুরী, রোল ঢাকা নং ৬৬১৪১, (১টি লেটার) ঢাকা কলেজ, ২য়—আখতার সনজিদা কাসেম, রোল ঢাকা নং ম-৬৭৪০৯ (২টি লেটার), ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ, ৩য়—এ এন এম নূরুল ওয়াহাব, রোল ঢাকা নং ৬৬২৪৮ (১টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ৪র্থ—শাহ মহাম্মদ ইখতীয়ার জাহান কবীর, রোল ঢাকা নং ৬৬৩৯৫ (১টি লেটার), ঢাকা সিটি কলেজ, ৫ম—মোঃ মাহমুদুল আলম, রোল ঢাকা নং ৬৬০৮৫ (২টি লেটার), ঢাকা কলেজ, ৬ষ্ঠ—মোঃ ইব্রাহিম হোসেন, রোল ঢাকা নং ৬৬৫৭১

১০-এর পৃঃ দ্রঃ

77E

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

ফল প্রকাশ

১০-এর পৃঃ পর

(রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট, নং ২২)। ৪টি লেটারসহ সে মোট ৮৯৪ নম্বর পেয়েছে।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ এবার সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম ৭টি স্থানসহ মোট ১৩টি স্থান দখল করেছে।

যশোর বোর্ডে মানবিক বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে দৌলতপুরের সরকারী বি, এল কলেজের মোঃ ওমর ফারুক (রোল দৌলতপুর নং ৭৪০)। দুটি লেটারসহ সে মোট ৭৪৫ নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে খুলনা সরকারী মহিলা কলেজের ছাত্রী কোহিনুর সিদ্দিকা (রোল খুলনা নং-২৬১৯)। দুটি লেটারসহ সে মোট ৭২৮ নম্বর পেয়েছে।

এই বোর্ডে মানবিক বিভাগে ১০টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থান মেয়েরা পেয়েছে।

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের গড় হার ৫২ দশমিক ১৯। এই বোর্ড থেকে ৩৮ হাজার ৩শ ৯১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ছিল। পাস করেছে ২০ হাজার ৪০ জন।

এর মধ্যে প্রথম বিভাগে পাস করে ১ হাজার ৪শ ৭৮ জন। দ্বিতীয় বিভাগে ৯ হাজার ৭শ ৩২ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৮ হাজার ৮শ ৩০ জন ছাত্রছাত্রী।

এই বোর্ডে মানবিক বিভাগে পাসের হার ৪৬ দশমিক ৯৫। পরীক্ষা দিয়েছিল ১৬ হাজার ১৩ জন। পাস করেছে ৭ হাজার ৫শ ১৯ জন।

বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দিয়েছিল ১৫ হাজার ৭৪ জন, পাস করেছে ৯ হাজার ১শ ৭৩ জন ছাত্রছাত্রী। এই বিভাগে পাসের হার ৬০ দশমিক ৮৫।

বাণিজ্য বিভাগে এই বোর্ড থেকে ৬ হাজার ১শ ৭৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। পাস করেছে ২ হাজার ৮শ ৫০ জন। পাসের হার ৪৬ দশমিক ১৩ ভাগ।

কৃষি বিভাগের ১ হাজার ১শ ১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৪শ ৯৩ জন। পাসের হার এই বিভাগে ৪৪ দশমিক ১৩।

রাজশাহী বোর্ডের ২০ জনের সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে রাজশাহী কলেজের ছাত্র মীর মোহাম্মদ রুহুল কবীর (রোল রাজ নং ৬১৯)। ৪টি লেটারসহ সে মোট ৯৩৮ নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী এই কলেজেরই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ফরহাদ আহমেদ (রোল রাজ নং ৬২২)। ৪টি লেটারসহ তার প্রাপ্ত মোট নম্বর ৯০৮।

সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রাধান্য রাজশাহী কলেজের। ২০টি স্থানের মধ্যে এই কলেজ প্রথম ৫টি স্থানসহ মোট ১৩টি স্থান দখল করেছে। দ্বিতীয় প্রাধান্য রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের। এই কলেজ ৪টি স্থান পেয়েছে।

এই বোর্ডেও মানবিক বিভাগের ১০ জনের মেধাতালিকায় প্রাধান্য ছাত্রীদের। তারা প্রথম স্থানসহ মোট ৮টি স্থান দখল করেছে। এতে প্রাধান্য রাজশাহী কলেজের। এই কলেজ ১০টির মধ্যে ৬টি স্থান কেড়ে নিয়েছে।

মানবিক বিভাগে প্রথম হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজের ছাত্রী ওয়াহিদা ইয়াসমীন (রোল রাজ ম-৩৮৬)। ৪টি লেটারসহ সে মোট ৮৪৮ নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে রাজশাহী কলেজের ছাত্রী হাবিবুন নাহার (রোল রাজ ম-১৯৩)। দুটি বিষয়ে লেটারসহ সে মোট ৮২৭ নম্বর পেয়েছে।

এই বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে রাজশাহী কলেজের ছাত্র মোঃ আবু আমিন প্রামানিক। তার রোল রাজ ৮৩৯। একটি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৭১৮। দ্বিতীয় হয়েছে একই কলেজের ছাত্র মোঃ আহসান হাবিবের। তার রোল রাজ ৮৪২। একটি লেটারসহ সে মোট ৬৭[illegible] নম্বর পেয়েছে।

রাশিদুল হাসান

(১-এর পৃঃ পর)

রাশেদ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সেকেন্ড গ্রেড জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পেয়েছিল।

রাশেদ প্রতিদিন গড়ে ১০ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। পড়াশোনায় উৎসাহ দিয়েছেন বাবা মা, ঢাকা কলেজের গণিতের শিক্ষক লুৎফুজ্জামান এবং মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। রাশেদ ঢাকা কলেজ হোস্টেলে থাকত। ছুটি-ছাটায় যেত মুন্সীগঞ্জে বাবা-মার কাছে।

রাশেদের বাবা মনসুর আলী মোল্লা ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। মা হাসিনা বেগম মুন্সীগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

এ কে এম রাশিদুল হাসান শুধু পড়াশোনায় কৃতী তাই নয়—তার নিজস্ব লাইব্রেরীতে রয়েছে হাজার খানেকেরও বেশি বই। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস বিষয়ে তার আগ্রহ রয়েছে। রাশেদ খেলাধুলায় খুব উৎসাহী। বিশেষ করে ক্রিকেট খেলায়।

রেজাল্ট ভালো হবে—রাশেদ এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল। দুই ভাইয়ের মধ্যে সে বড়। ছোট ভাইটি কেজি ওয়ান পড়ে। তাদের গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার শিয়ালদি।

রেজা

(১ম পৃঃ পর)

ছাত্র ছিলেন। চারটি বিষয়ে লেটারসহ তার মোট নম্বর ৯০৩। ১৯৮৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় একই বোর্ডের সম্মিলিত মেধাতালিকায় তার স্থান ছিল পঞ্চম। দৈনিক ১৪ ঘন্টা তিনি পড়াশুনা করেছেন।

মাগুরা শহরের কাশীনাথপুরে সুলতানুর রেজার বাড়ি। পিতা জনাব আবদুল ওহাব রাজস্ব বিভাগের যশোরস্থ আঞ্চলিক অডিটর।

সেবা প্রকাশনীর গোয়েন্দা কাহিনী এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে রেজার অবসর কাটে। ক্যারম, টেবিল টেনিস ও ভলিবল তার প্রিয় খেলা।

77F

তারিখ 26 OCT 1985
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

মেধা তালিকা

১২-এর পৃঃ পর

(১টি লেটার), ঢাকা সিটি কলেজ, ৭ম—মোঃ তৌফিকুর রহমান, রোল ঢাকা নং ৬৬৫৩৬ (১টি লেটার), ঢাকা সিটি কলেজ, ৮ম—মাহবুবা ফারুক, রোল ঢাকা ম-৬৭৪১০ (১টি লেটার), ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ, ৯ম—এম এম জিল্লুর রহমান, রোল ঢাকা নং ৬৬৩৯ (২টি লেটার), ও ১০ম—মোঃ রাজিব রাজ্জাক, রোল ঢাকা নং ৬৬৫৩৭ (১টি লেটার), ঢাকা সিটি কলেজ।

কুমিল্লা বোর্ড

১ম—নায়লা হোসেন, রোল চট্ট-১, নং ম-৯২, ৪টি লেটার, চট্টগ্রাম কলেজ, ২য়—মোহাম্মদ মাকসুদ-উল-আনোয়ার, রোল ফৌজ নং ৭, ৪টি লেটার, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, ৩য়—মহসীন আহমদ মোস্তফা, রোল কুম-১ নং ৩৭৯, ৪টি লেটার, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, মোহাম্মদ মাহবুব হোসাইন, রোল কুম-১ নং ৩৮০, ৪টি লেটার, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, ৪র্থ—মোহাম্মদ মোখলেসুজ্জামান, রোল সিলেট-৫ নং ৩৭, ৪টি লেটার, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, ৫ম—শাকিলা ইশরাত, রোল চট্ট-১ নং ম-৬৯৫, ৪টি লেটার, চট্টগ্রাম কলেজ, ৬ষ্ঠ—কাজী কামরুল আহসান, রোল সিলেট-৫, নং ৪, ৪টি লেটার, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, মোহাম্মদ আরশাদ মোমেন, রোল ফৌজ নং ১৮, ৪টি লেটার, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, ৭ম—কাজী গিয়াসউদ্দীন আহমদ, রোল চট্ট-১ নং ৪২৩, ৩টি লেটার, চট্টগ্রাম কলেজ, ৮ম—সৈয়দ মোস্তাক আহমেদ রোল ফৌজ নং ১৭, ২টি লেটার, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, ৯ম—মোহাম্মদ আবু শামীম আজাদ, রোল সিলেট-৫ নং ১৮, ৩টি লেটার, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, মোহাম্মদ ইমরান আলম, রোল ফৌজ নং ৩, ৩টি লেটার, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, ১০ম—সৌমেন বড়ুয়া, রোল চট্ট-১, নং ৩৩৮, ৪টি লেটার, চট্টগ্রাম কলেজ।

যশোর বোর্ড

১ম—এ এইচ এম সুলতানুর রেজা, রোল ঝিনাই ক্যাডেট ২০, ৪টি লেটার, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ২য়—শেখ মোঃ মইনুল আলম, রোল ঝিনাই ক্যাডেট ২২, ৪টি লেটার, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ৩য়—মোঃ রফিকুল ইসলাম, রোল ঝিনাই ক্যাডেট ৩১, ৪টি লেটার, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ৪র্থ—মোঃ দিদারুল ইসলাম, রোল ঝিনাই ক্যাডেট ১৩, ৩টি লেটার, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ৫ম—এ এইচ এম ফয়সাল, রোল ঝিনাই ক্যাডেট ০৮, ৪টি লেটার, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ৬ষ্ঠ—মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, রোল ঝিনাই ক্যাডেট ০৪, ৪টি লেটার, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ৭ম—মোঃ মোশাররফ হোসেন, রোল ঝিনাই ক্যাডেট ০৫ ৪টি লেটার, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, তড়িৎকান্তি ঘোষ, রোল দৌলতপুর ২৭৯, ৩টি লেটার, দৌলতপুর সরকারী বিএল কলেজ টিপু ও মোঃ ফরিদ আহমদ, রোল মঠ ০১, ৩টি লেটার, মঠবাড়িয়া কলেজ ৮ম—মোঃ গোলাম মোস্তফা, রোল ঝিনাই ক্যাডেট ১৯, ৪টি লেটার, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ৯ম—মোঃ তজলে ইসলাম, রোল দৌলতপুর ৩৭, ২টি লেটার, সরকারী বিএল কলেজ, ১০ম—মোঃ আবু তালেব শেখ, রোল ঝিনাই ক্যাডেট—২৯, ৪টি লেটার, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ। তারা সবাই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র।

রাজশাহী বোর্ড

১ম—মীর মোঃ রুহুল কবীর, রোল রাজ ৬১৯, ৪টি লেটার, রাজশাহী কলেজ, ২য়—ফরহাদ আহমেদ, রোল রাজ ৬২২, রাজশাহী কলেজ, ৪টি লেটার, ৩য়—মোঃ আনোয়ার হোসেন মাসুদ, রোল রাজ ৬৪৬, রাজশাহী কলেজ, ৪টি লেটার, ৪র্থ—মোঃ ইসমত কাফির, রোল রাজ ৬৪৭, রাজশাহী কলেজ, ৪টি লেটার, ৫ম—কল্যাণী রমনাথ, রোল রাজ ম-৬৩০, রাজশাহী কলেজ, ৪টি লেটার, ৬ষ্ঠ—মোঃ এমতাদুল হক, রোল রাজ ক্যাডেট ১, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, ৪টি লেটার, ৭ম—মোঃ আহসান কবীর, রোল রাজ ক্যাডেট ২, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, ৪টি লেটার, ৮ম—আবদুল জব্বার খান, রোল রাজ ক্যাডেট ৪০, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, ৪টি লেটার, ৯ম—মেহদী হাসান, রোল রাজ ৬০৭, রাজশাহী কলেজ, ৪টি লেটার ও ১০ম—মোঃ আবদুস সালাম, রোল রাজ ৬৪৮, রাজশাহী কলেজ, ৪টি লেটার।

দৈনিক বাংলা

77 G

তারিখ ... 26 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ...

১২-এর পৃঃ পর

হার ৭ দশামক ৩৭ ভাগ। এই বোর্ড থেকে ৩৮ হাজার ৩শ ৯ জন পরীক্ষা দেয়। পাস করে ২০ হাজার ৪০ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগ পায় ১ হাজার ৪শ ৭ জন।

যশোর বোর্ড থেকে ২১ হাজা ৩শ ২৮ জন পাস করেছে পরীক্ষা দিয়ে ছিল ৪৫ হাজা ২শ ৪৩ জন। এই বোর্ডে প্রথ বিভাগে পাস করেছে ১ হাজ ৩শ ৩২ জন। মোট পাসের তু নায় প্রথম বিভাগে পাসের হা এই বোর্ডে সর্বনিম্ন—৬ দশমি ২৪ ভাগ।

ঢাকা বোর্ডে এবার সম্মিলি মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে ঢা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছ খোন্দকার রিফাত হোসেন। ত রোল ঢাকা ৮২১ ৪টি বিষ লেটারসহ সে মোট ৯২৮ নম্ব পেয়েছে। মেধা তালিকায় এব প্রাধান্য ঢাকা কলেজের। বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় সব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী।

কুমিল্লা বোর্ডে সম্মিলি মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে চ গ্রাম কলেজের ছাত্রী লায় হোসেন। তার রোল চট্ট-১, ৬৯২। ৪টি লেটারসহ মোট ৮৮ নম্বর পেয়ে সে প্রথম হয়েছে এই বোর্ডেও সম্মিলিত মেধ তালিকার সবাই বিজ্ঞান বিভ গের। মেধাতালিকায় প্রাধ চট্টগ্রাম কলেজের। ....

যশোর বোর্ডে সম্মিলিত মে তালিকায় প্রথম হয়েছে ঝিনাই ক্যাডেট কলেজের ছাত্র এ এইচ সুলতানুর রেজা। ৪টি বি লেটারসহ সে মোট ৯০৩ ন পেয়েছে। তার রোল ঝি ক্যাডেট-২০। এই বোর্ডে মে তালিকায় আধিপত্য ঝিনাই ক্যাডেট কলেজের।

রাজশাহী বোর্ডে সম্মি মেধাতালিকায় প্রাধান্য রাজশ কলেজের। এই বোর্ডে প্র হয়েছে রাজশাহী কলেজেরই মীর মোঃ রাহুল কবীর। রোল রাজ-৬৯৯। ৪টি বি লেটারসহ সে মোট ৯৩৮ ন পেয়েছে। চার বোর্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে।

এবার মহিলা পরীক্ষা সংখ্যা ছিল ৪ বোর্ড মিলিয়ে জার ৯৮ জন। পাস করেছে ১৯ জার ৮শ ২৮ জন। ফেল করা ত্রীর সংখ্যা ১৮ হাজার ২শ ৭০ ন।

লক্ষণীয় এবারের এইচএসসি রীক্ষায় কলা বিভাগে মেয়েরা কটি বোর্ডেই সর্বাধিক কৃতিত্ব খিয়েছে।

ঢাকা বোর্ড

ঢাকা বোর্ডে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৪৮ দশমক ২৩। পরীক্ষা দিয়েছিল ৫৪ হাজার ৬শ ৭৫ জন। পাস করেছে ২৬ হাজার ৩শ ৬৯ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৪ হাজার ৫শ ৭৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগ ১৫ হাজার ২শ ৭৬ জন ও তৃতীয় বিভাগ ৬ হাজার ৫শ ১৯ জন।

ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার সর্বোচ্চ ৫৪ দশমিক ৯৮ ভাগ। এই শাখায় পরীক্ষা দিয়েছিল ২৪ হাজার ২শ ৫৪ জন ছাত্রছাত্রী। পাস করেছে ১৩ হাজার ৩শ ৩৬ জন।

কলা বিভাগে পাসের হার ৪৩ দশমিক ১২। পরীক্ষা দিয়েছিল ২০ হাজার ৯শ ৫৮ জন, পাস করেছে ৯ হাজার ৩৮ জন।

বাণিজ্য বিভাগে পাসের হার ৪২ দশমিক শূন্য ৮। পরীক্ষা দিয়েছিল ৮ হাজার ৩শ ১৫ জন, পাস করেছে ৩ হাজার ৪শ ৯৯ জন ছাত্রছাত্রী।

কৃষি বিভাগে পাসের হার ৪৩ দশমিক ৯০ এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে পাসের হার ৪৪ দশমিক ১৫ ও সঙ্গীত বিভাগে পাসের হার শতকরা ৮ ভাগ।

ঢাকা বোর্ডে এবার সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রাধান্য ঢাকা কলেজের। ২০টি স্থানের মধ্যে ১৬টি স্থান এই কলেজ দখল করেছে। এর মধ্যে ১১টি স্থান এককভাবে ও ৫টি স্থান যৌথভাবে এই কলেজ পেয়েছে। মেধাতালিকার প্রথম ৫টি স্থানই ঢাকা কলেজের। হলিক্রস পেয়েছে ৪টি স্থান, বেগম বদরুন্নেসা কলেজ ২টি স্থান ও মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ২টি স্থান।

ঢাকা বোর্ডে কলা বিভাগে এবার প্রাধান্য মেয়েদের। প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থানই তারা দখল করেছে। এর মধ্যে হলিক্রস কলেজ প্রথম ৬টি ও ৯ম স্থান পেয়েছে। কলা বিভাগে হলিক্রস কলেজের ছাত্রী ফেরদৌস আরফিনা ওসমান (রোল ঢাকা নং ম-৪৭৯৮২) তিনটি লেটারসহ মোট ৮৫৩ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে। এই কলেজেরই শিরীন

পরীক্ষার ফল প্রকাশ

শারমীন চৌধুরী (রোল ঢাকা নং ম-৪৮০০৮) তিনটি লেটারসহ মোট ৮৪৩ নম্বর নিয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে।

বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে ঢাকা কলেজের ছাত্র অনুপ চৌধুরী (রোল ঢাকা নং ৬৬১৪১) একটি লেটারসহ সে মোট ৭৮৬ নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থান ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজের আখতার সানজিদা খাতুনের (রোল ঢাকা নং ম-৬৭৪০৯)। দুটি লেটারসহ সে মোট ৭৭৫ নম্বর পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ড

কুমিল্লা বোর্ড থেকে এ বছর পরীক্ষা দিয়েছিল ৪১ হাজার ৯শ ১৮ জন, পাস করেছে ২৪ হাজার ৯শ ৩৩ জন। পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪৮ ভাগ।

এই বোর্ডে ১ হাজার ৮শ ৫৩ জন প্রথম বিভাগে, ১৩ হাজার ১শ ২৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও তৃতীয় বিভাগে ৯ হাজার ৯শ ৫৩ জন পাস করেছে।

মানবিক বিভাগে পরীক্ষা দিয়েছিল ১৩ হাজার ৫শ ৯১ জন। পাস করেছে ৭ হাজার ৪২ জন। পাসের হার এই বিভাগে ৫১ দশমিক ৮১ ভাগ।

বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার সর্বোচ্চ ৬৯ দশমিক ২৪ ভাগ। ১২ হাজার ৪শ ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞানে পরীক্ষা দিয়েছিল, পাস করেছে ৮ হাজার ৬শ ১৯ জন।

বাণিজ্য বিভাগে এই বোর্ডে ১৪ হাজার ৪শ ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল, পাস করেছে ৮ হাজার ৩শ ৫৩ জন। পরীক্ষায় পাসের হার ৫৭ দশমিক ৬৮ ভাগ।

কৃষি বিভাগে পরীক্ষা দেয় ১ হাজার ৪শ ৪৩ জন। পাস করে ৯শ ১৯ জন। পরীক্ষায় পাসের হার ৬৩ দশমিক ৬৮ ভাগ।

সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম স্থানের অধিকারিণী চট্টগ্রাম কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী নায়লা হোসেন, রোল চট্ট-১ নং ম-৬৯২। ৪টি লেটারসহ সে মোট ৮৮৮ নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের মোঃ মাকসুদ উল আনোয়ার টিপু (রোল ফৌজ নং ৭)। ৪টি লেটারসহ সে মোট ৮৪৬ নম্বর পেয়েছে।

চট্টগ্রাম কলেজ সম্মিলিত মেধা তালিকার ২০টি স্থানের মধ্যে ১০টি স্থান পেয়েছে। প্রথম স্থানও এই কলেজের। ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ পেয়েছে ৭টি স্থান ও সিলেট ক্যাডেট কলেজ পেয়েছে ৪টি স্থান।

এই বোর্ডেও কলা বিভাগের মেধাতালিকায় মেয়েদের প্রাধান্য। প্রথম ১০টির মধ্যে ৭টি স্থান তাদের। প্রথম হয়েছেন চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রী হালিমা আরফিনা (রোল চট্ট-১ নং ম-১৫)। দুটি বিষয়ে লেটারসহ সে মোট ৮০৮ নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থান এই কলেজেরই ছাত্র এহছানুল ইসলামের (রোল চট্ট-১, নং ২০৪)। ১টি বিষয়ে লেটারসহ সে মোট ৭৩৫ নম্বর পেয়েছে। কলা বিভাগে চট্টগ্রাম কলেজই প্রথম ৬টি স্থান দখল করে নিয়েছে।

যশোর বোর্ড

যশোর বোর্ড থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল, ৪৫ হাজার ২শ ৪৩ জন ছাত্রছাত্রী। পাস করেছে ২১ হাজার ৩শ ২৮ জন। পাসের হার ৪৭ দশমিক ১৪।

পরীক্ষায় বোর্ডে এবার প্রথম বিভাগ পেয়েছে ১ হাজার ১শ ৩১ জন। দ্বিতীয় বিভাগ ১১ হাজার ১শ ৯১ জন ও তৃতীয় বিভাগ ৮ হাজার ৮শ ৬ জন।

মানবিক বিভাগে পরীক্ষার্থী ছিল ১৯ হাজার ১শ ২৭ জন। পাস করেছে ৭ হাজার ৭শ ৭৬ জন। এই বিভাগে পাসের হার ৪০ দশমিক ৬৫। বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দেয় ১৪ হাজার ৫শ ১৫ জন। পাস করে ৮ হাজার ৩শ ৭ জন ছাত্রছাত্রী। পাসের হার এই বিভাগে ৫৭ দশমিক ১১ ভাগ। বাণিজ্য বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ১০ হাজার ৩শ ১২ জন ছাত্রছাত্রী। পাস করেছে ৪ হাজার ৭শ ৫৬ জন। পাসের হার ৪৬ দশমিক ৭৬।

এই বোর্ডে এছাড়াও কৃষি বিভাগে পরীক্ষা দিয়েছিল ১ হাজার ১শ ৩৫ জন। পাস করেছে ৪শ ৭০ জন। পাসের হার ৪১ দশমিক ৪০ ভাগ। গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে ৬৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন পাস করে। এই বিভাগের পাসের হার সর্বনিম্ন ২৯ দশমিক ৬৮ ভাগ।

এই বোর্ডে বিজ্ঞান ও সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম হয়েছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এ এইচ এম সুলতানুর রেজা (রোল ঝিনাই ক্যাডেট নং ২০)। সে ৪টি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৯০৩ নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এই কলেজেরই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শেখ মোঃ মইনুল আলম

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)